রাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবেই: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি – কৃষিজীবী পরিবার এবং বিরোধীদের হাজার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে একচুল সরতে নারাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। রাজ্যে অপ্রচলিত শক্তির ভবিষ্যৎ যোগান অব্যাহত রাখতে হরিপুরে জমি অধিগ্রহণ করেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া হবে। সিঙ্গুরের মতো বিরোধীদের প্রতিবাদকে এক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হবে না। শিবপুর বি ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনায় এসে এরকমই ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পারমাণবিক শক্তি কমিশন রাজ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য হরিপুরকে বেছে নেওয়ার পর সেখানেও কৃষিজমি হারানোর প্রতিবাদে সংগঠিত হচ্ছেন কৃষকরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিরোধীরা তো চিৎকার চেঁচামেচি করবেই। এটা তাদের স্বভাব। কিন্তু তা বলে রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে তাদের কথায় গুরুত্ব দিলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গে অপ্রচলিত শক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য আমাকে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের কর্মকর্তাদের একাধিকবার বোঝাতে হয়েছে। এটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে।"

তাছাড়াও তিনি জোর দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে সাফল্য পেয়েছি আমরা। এবার শিল্পে এক নম্বর হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে জেনারেল মোটরস সহ অনেক মোটর প্রস্তুতকারক সংস্থা ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছে। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এই গৌরব ফিরিয়ে আনতে গেলে সিঙ্গুরে টাটাদের আনতেই হবে। এদিন কানাডার উইন্ডসর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বি ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করার বিষয়টি স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টাটাগোষ্ঠী সহ অন্যান্য গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি রাজ্যে আসছে। এরকম পরিস্থিতিতে খুব শীঘ্রই প্রচুর অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন হবে। তার জন্য টাটাদের সঙ্গেও ছাত্র প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বি ই বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী । এরকম শিল্প বিকাশের জন্য রাজ্যে আরও অনেক চওড়া রাস্তা, আরও উড়ালপুল এবং আরও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল চান বুদ্ধদেববাবু।

ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডি আর ডি ও) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, বি ই বিশ্ববিদ্যালয়কেও এই প্রকল্পে সামিল করা হতে পারে। এদিন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী জানান, শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলছে।